# A DISCOURSE

ON THE

SANSKRIT LANGUAGE AND LITERATURE

BY

*ÍSWARA CHANDRA VIDYÁSÁGARA.*

*FOURTH EDITION.*

# সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরচিত।

চতুর্থ সংস্করণ

CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

NO, 3. MIRZAPORE STREET, COLLEGE SQUARE, SOUTH.

1879.

# বিজ্ঞাপন।

এই প্রস্তাব, প্রথমতঃ, কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে, এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি, তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুত ডাক্তর মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি।

যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সে প্রস্তাব সে সমাজের স্বত্বাস্পদীভূত হইয়া থাকে; এজন্য, আমি উক্ত ডাক্তর মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক, আমাকে বিনা মূল্যে সেই অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে, আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, কোনও রূপেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে। বীটন সোসাইটিতে, এক ঘণ্টা মাত্র সময়, প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত, নিরূপিত আছে; সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, সে বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

এক্ষণে, এরূপ অসম্যক সঙ্কলিত প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমার কতিপয় আত্মীয় ভূয়োভূয়ঃ কহিয়াছিলেন, এই প্রস্তাব পাঠ করিলে, সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের উপকার দর্শিতে পারে, অতএব ইহা পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক; তদ্ব্যতিরিক্ত, অন্যান্য লোকেও, এই প্রস্তাব পাঠ করিবার নিমিত্ত, ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; তৎপ্রযুক্ত, আমি মানস করিয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক এক প্রস্তাব রচনা করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিব। কিন্তু, নিতান্ত অনবকাশ বশতঃ, এ পর্য্যন্ত আমি সে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই; এবং কিছু কালও যে সম্যক রূপে তাদৃশ প্রস্তাব সঙ্কলনের উপযুক্ত অবকাশ পাইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই; এজন্য, আপাততঃ, এই প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা, সংস্কৃতকালেজ।
১৪ই চৈত্র, সংবৎ ১৯১৩।

# সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র।

## সংস্কৃত ভাষা।

সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এই অদ্ভুত ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু, ভূরি ভূরি বিভক্তি, ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দে ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ করিয়া, ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে অতি বিশদ রূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সুচারু রূপে সঙ্কলিত হইতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা, নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, এই ভাষাকে সম্যক মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় দুই পদ পরস্পর সন্নিহিত হইলে, পূর্ব্ব, পর, অথবা উভয়, বর্ণই প্রায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই রূপান্তরপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহাকে

সন্ধি বলে। সন্ধিপ্রক্রিয়া দ্বারা ভাষার অশ্রাব্যতাপরীহার ও সুশ্রাব্যতাসম্পাদন হইয়া থাকে। আর, প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অনেক পদকে এক পদ করা যায়। এই অনেক পদের একপদীকরণপ্রণালীকে সমাস বলে। সমাসপ্রক্রিয়া দ্বারা সংক্ষিপ্ততা ও সুশ্রাব্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, সমাসঘটিত বাক্য সকল অপেক্ষাকৃত দুরূহ, আবৃত্তি মাত্র তত্তদ্বাক্যের অর্থ-বোধ নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। সমাসপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ পদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা তাদৃশ সমাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু নব্যেরা সচরাচর অতি দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস করিয়া থাকেন। কোনও কোনও উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থেও, বিংশতি পদ পর্য্যন্ত একপদীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস, পদ-সাধন, ও প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্ব্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। সংস্কৃত রচনাতে এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সংস্কৃত রচনাতে শব্দঘটিত যে সকল কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে।

নিম্নে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, উহা কেবল ভ, র, এই দুই ব্যঞ্জন বর্ণে রচিত।

भूरिभिर्भारिभिर्भीरैर्भूभारैरभिरेभिरे ।
भेरीरेभिभिरभ्राभैरभीरुभिरिभैरिभाः ॥१९। ६६॥

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক কেবল দ এই এক মাত্র ব্যঞ্জন বর্ণে রচিত।

दाददो दुद्ददुद्दादी दादादो दुददी ददोः ।
दुद्दादं दददे दुद्दे ददादद ददोददः ॥ १९ । ११४ ॥

শিশুপালবধ।

যমক রচনার চাতুর্য্য প্রদর্শনের নিমিত্ত, নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

नव पलाश पलाश वनं पुरः
स्फुट पराग पराग तपङ्कजम् ।
मृदु लतान्त लतान्त मलोकयत्
स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः ॥ ६ । २ ॥

শিশুপালবধ।

नसमा नसमा नसमा नसमा
गममाप समीक्ष्य वसन्तनभः ।

ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর
ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ ॥ ২ । ১৬ ॥

নলোদয়।

ঘন বিদার্য্যার্জ্জুনবাণপূগং
সসার বাণোঽযুগলোচনস্য।
ঘনং বিদার্য্যার্জ্জুনবাণপূগং
সসার বাণোঽযুগলোচনস্য ॥ ১৫ । ৫০ ॥

কিরাতার্জ্জুনীয়।

বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ।
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ ॥ ১০ । ১৯ ॥

ভট্টিকাব্য।

নিম্নলিখিত দুই শ্লোক, আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, পাঠ করিলে যেরূপ হয়, অন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, পাঠ করিলেও অবিকল সেইরূপ হয়।

বাহনাজনি মানাসে সারাজাবনমা ততঃ।
মত্তসারগরাজেভে ভারীহাবজ্জনধ্বনি ॥ ১৯ । ৩৩ ॥
নিধ্বনজ্জবহারীভা ভেজে রাগরসাত্তমঃ।
ততমানবজারাসা সেনা মানিজনাহবা ॥ ১৯ । ৩৪ ॥

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক নানা দিকে এক প্রকার পাঠ করা যায়।

দে বা কা নি নি কা বা দে,
বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা।
কা কা রে ভ ভ রে কা কা
নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি ॥১৪।২৫॥

কিরাতার্জ্জুনীয়।

সংস্কৃত ভাষায় সরল, মধুর, ললিত প্রভৃতি রচনা কিরূপ হইতে পারে, তাহারও উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

সখে পুণ্ডরীক, নৈতদনুরূপং ভবতঃ; ক্ষুদ্রজনক্ষুণ্ণ এষ মার্গঃ; ধৈর্য্যধনা হি সাধবঃ। কিং যঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইব বিক্লবীভবন্তমাত্মানং ন রুণৎসি। কুতস্তবাপূর্ব্বোঽয়মদ্যেন্দ্রিয়োপপ্লবঃ, যেনাস্যেবং কৃতঃ। ক্ব তে তদ্ধৈর্য্যং, ক্বাসাবিন্দ্রিয়জয়ঃ, ক্ব তদ্বশিত্বং চেতসঃ, ক্ব সা প্রশান্তিঃ, ক্ব তৎ কুলক্রমাগতং ব্রহ্মচর্য্যং, ক্ব সা সর্ব্ববিষয়নিরুৎসুকতা, ক্ব তে গুরূপদেশাঃ, ক্ব তানি শ্রুতানি, ক্ব তা বৈরাগ্যবুদ্ধয়ঃ, ক্ব তদুপভোগবিদ্বেষিত্বং, ক্ব সা সুখপরাঙ্মুখতা, ক্বাসৌ তপস্যভিনিবেশঃ, ক্ব সা সংযমিতা, ক্ব সা ভোগানামুপর্য্যরুচিঃ, ক্ব তৎ যৌবনানুশাসনম্। সর্ব্বথা নিষ্ফলা প্রজ্ঞা, নির্গুণো

धर्म्मशास्त्राभ्यासः, निरर्थकः संस्कारः, निरुपकारको गुरूपदेशविवेकः, निष्प्रयोजना प्रबुद्धता, निष्कारणं ज्ञानम् ; यदत्र भवादृशा अपि रागाभिषङ्गैः कलुषीक्रियन्ते प्रमादैश्चाभिभूयन्ते। कथं करतलाद्गलितामपहृतामक्षमालामपि न लक्षयसि ; अहो विगतचेतनत्वम् ; अपहृता नामेयम् ; इदमपि तावदपह्रियमाणमनयानार्य्यया निवार्य्यतां हृदयमिति।

कादम्बरी।

इति परिसमापिताहारां, निर्वर्त्तितसन्ध्योचितांचारां, शिलातले विस्रब्धमुपविष्टां निभृतमुपसृत्य, नातिदूरे समुपविश्य, मुहूर्त्तमिव स्थित्वा चन्द्रापीड़ः सविनयमवादीत् भगवति त्वत्प्रसादप्राप्तिप्रोत्साहितेन कुतूहलेनाकुलीक्रियमाणो मानुषतासुलभो लघिमा बलादनिच्छन्तमपि मां प्रश्नकर्म्मणि नियोजयति। जनयति हि प्रभुप्रसादलवोऽपि प्रागल्भ्यमधीरप्रकृतेः ; स्वल्पाप्येकदेशावस्थानकालकला परिचयमुत्पादयति ; अणुरप्युपचारपरिग्रहः प्रणयमारोपयति। तद्यदि नातिखेदकरमिव, ततः कथनेनात्मानमनुग्राह्यमिच्छामि।

कादम्बरी।

वनस्पतीनां सरसां नदीनां
तेजस्विनां कान्तिभृतां दिशाञ्च।

निर्याय तस्याः स पुरः समन्तात्
श्रियं दधानां शरदं ददर्श ॥ २ । १ ॥
तरङ्गसङ्गाच्चपलैः पलाशैः
ज्वालाश्रियं सातिशयां दधन्ति ।
सधूमदीप्ताग्निरुचीनि रेजुः
ताम्रोत्पलान्याकुलषट्पदानि ॥ २ । २ ॥
विम्बागतैस्तीरवनैः समृद्धिं
निजां विलोक्यापहृतां पयोभिः ।
कूलानि सामर्षतयेव तेनुः
सरोजलक्ष्मीं स्थलपद्महासैः ॥ २ । ३ ॥
निशातुषारैर्नयनाम्बुकल्पैः
पत्रान्तपर्य्यागलदच्छविन्दुः ।
उपारुरोदेव नदत्पतङ्गः
कुमुद्वतीं तीरतरुर्दिनादौ ॥ २ । ४ ॥
वनानि तोयानि च नेत्रकल्पैः
पुष्पैः सरोजैश्च निलीनभृङ्गैः ।
परस्परां विस्मयवन्ति लक्ष्मी-
मालोकयाञ्चक्रुरिवादरेण ॥ २ । ५ ॥
प्रभातवाताहतिकम्पिताकृतिः
कुमुद्वतीरेणुपिशङ्गविग्रहम् ।

निरास भृङ्गं कुपितेव पद्मिनी
न मानिनीयं सहतेऽन्यसङ्गमम् ॥ २ । ६ ॥
दत्तावधानं मधुलेहिगीतौ
प्रशान्तचेष्टं हरिणं जिघांसुः ।
आकर्णयन्नुत्सुकहंसनादान्
लक्ष्ये समाधिं न दधे मृगावित् ॥ २ । ७ ॥
गिरेर्नितम्बे मरुता विभिन्नं
तोयावशेषेण हिमाभमभ्रम् ।
सरिन्मुखाभ्युच्चयमादधानं
शैलाधिपस्यानुचकार लक्ष्मीम् ॥ २ । ८ ॥
गर्जन् हरिः साम्भसि शैलकुञ्जे
प्रतिध्वनीनात्मकृतान् निशम्य
क्रमं बबन्ध क्रमितुं सकोपः
प्रतर्कयन्नन्यमृगेन्द्रनादान् ॥ २ । ९ ॥
अदृक्षताम्भांसि नवोत्पलानि
रुतानि चाश्रोषत षट्पदानाम् ।
आघ्रायि वान् गन्धवहः सुगन्ध-
स्तेनारविन्दव्यतिषङ्गवांश्च ॥ २ । १० ॥
लतानुपातं कुसुमान्यगृह्णात्
स नद्यवस्कन्दमुपास्पृशच्च ।

कुदूहलाच्चारुशिलोपवेशं
काकुत्स्थ ईषत् स्मयमान आस्त ॥ २ । ११ ॥
तिग्मांशुरश्मिच्छुरितान्यदूरात्
प्राञ्चि प्रभाते सलिलान्यपश्यत् ।
गभस्तिधाराभिरिव द्रुतानि
तेजांसि भानोर्भुवि सम्भृतानि ॥ २ । १२ ॥
दिग्व्यापिनीर्लोचनलोभनीया
मृजान्वयाः स्नेहमिव स्रवन्तीः ।
ऋज्वायताः शस्यविशेषपंक्ती-
स्तुतोष पश्यन् वितृणान्तरालाः ॥ २ । १३ ॥
वियोगदुःखानुभवानभिज्ञैः
काले नृपांशं विहितं ददद्भिः ।
आहार्य्यशोभारहितैरमायै-
रैक्षिष्ट पुम्भिः प्रचितान् स गोष्ठान् ॥ २ । १४ ॥
स्त्रीभूषणं चेष्टितमप्रगल्भं
चारूण्यवक्राण्यपि वीक्षितानि ।
ऋजूंश्च विश्वासकृतः स्वभावान्
गोपाङ्गनानां मुमुदे विलोक्य ॥ २ । १५ ॥
विवृत्तपार्श्वं रुचिराङ्गहारं
समुद्वहच्चारुनितम्बबिम्बम् ।

आमन्द्रमन्थध्वनिदत्ततालं
गोपाङ्गनानृत्यमनन्दयत्तम् ॥ २ । १६ ॥

विचित्रमुच्चैः प्लवमानमारात्
कुतूहलं त्रस्नु ततान तस्य ।
मेघात्ययोपात्तवनोपशोभम्
कदम्बकं वातमजं मृगाणाम् ॥ २ । १७ ॥

सितारविन्दप्रचयेषु लीनाः
संसक्तफेनेषु च सैकतेषु ।
कुन्दावदाताः कलहंसमालाः
प्रतीयिरे श्रोत्रसुखैर्निनादैः ॥ २ । १८ ॥

न तज्जलं यन्न सुचारुपङ्कजम्
न पङ्कजं यदलीनषट्पदम् ।
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं
न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ॥ २ । १९ ॥

ভট্টিকাব্য ।

अथार्द्धरात्रे स्तिमितप्रदीपे
शय्यागृहे सुप्तजने प्रबुद्धः ।
कुशः प्रवासस्थकलत्रवेशा-
मदृष्टपूर्व्वां वनितामपश्यत् ॥ १६ । ४ ॥

सा साधुसाधारणपार्थिवर्द्धेः
स्थित्वा पुरस्तात् पुरुहूतभासः ।
जेतुः परेषां जयशब्दपूर्व्वं
तस्याञ्जलिं बन्धुमतो बबन्ध ॥ १६ । ५ ॥
अथानपोढार्गलमप्यगारं
छायामिवादर्शतलं प्रविष्टाम् ।
सविस्मयो दाशरथेस्तनूजः
प्रोवाच पूर्व्वार्द्धविसृष्टतल्पः ॥ १६ । ६ ॥
लब्धान्तरा सावरणेऽपि गेहे
योगप्रभावो नच दृश्यते ते ।
बिभर्षि चाकारमनिर्वृतानां
मृणालिनी हैममिवोपरागम् ॥ १६ । ७ ॥
का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा
किं वा मदभ्यागमकारणं ते ।
आचक्ष्व मत्वा वशिनां रघूणां
मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति ॥ १६ । ८ ॥
तमब्रवीत् सा गुरुणानवद्या
या नीतपौरा स्वपदोन्मुखेन ।
तस्याः पुरः सम्प्रति वीतनाथां
जानीहि राजन्नधिदेवतां माम् ॥ १६ । ९ ॥

वस्वौकसाराममभिभूय साहं
सौराज्यबद्धोत्सवया विभूत्या ।
समग्रशक्तौ त्वयि सूर्य्यवंश्ये
सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम् ॥ १६ । १० ॥
विशीर्णतल्पाट्टशतो निवेशः
पर्य्यस्तशालः प्रभुणा विना मे ।
विडम्बयत्यस्तनिमग्नसूर्य्यं
दिनान्तमुग्रानिलभिन्नमेघम् ॥ १६ । ११ ॥
निशासु भास्वत्कलनूपुराणां
यः सञ्चरोऽभूदभिसारिकाणाम् ।
नदन्मुखोल्काविचितामिषाभिः
स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥ १६ । १२ ॥
आस्फालितं यत् प्रमदाकराग्रै-
र्मृदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत् ।
वन्यैरिदानीं महिषैस्तदम्भः
शृङ्गाहतं क्रोशति दीर्घिकाणाम् ॥ १६ । १३ ॥
वृक्षेशया यष्टिनिवासभङ्गात्
मृदङ्गशब्दापगमाद्दलास्याः ।
प्राप्ता दवोल्काहतशेषबर्हाः
क्रीड़ामयूरा वनबर्हिणत्वम् ॥ १६ । १४ ॥

सोपानमार्गेषु च येषु रामा
निक्षिप्तवत्यश्चरणान् सरागान् ।
सद्योहतन्यङ्कुभिरस्रदिग्धं
व्याघ्रैः पदं तेषु निधीयते मे ॥ १६ । १५ ॥

चित्रद्विपाः पद्मवनावतीर्णाः
करेणुभिर्दत्तमृणालभङ्गाः ।
नखाङ्कुशाघातविभिन्नकुम्भाः
संरब्धसिंहप्रहृतं वहन्ति ॥ १६ । १६ ॥

स्तम्भेषु योषित्प्रतियातनानाम्
उत्क्रान्तवर्णक्रमधूसराणाम् ।
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गात्
निर्मोकपट्टाः फणिभिर्विमुक्ताः ॥ १६ । १७ ॥

कालान्तरश्यामसुधेषु नक्त-
मितस्ततो रूढतृणाङ्कुरेषु ।
त एव मुक्तागुणशुद्धयोऽपि
हर्म्येषु मूर्च्छन्ति न चन्द्रपादाः ॥ १६ । १८ ॥

आवर्ज्य शाखाः सदयञ्च यासां
पुष्पाण्युपात्तानि विलासिनीभिः ।
वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः
क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥ १६ । १९ ॥

रात्रावनाविष्कृतदीपभासः
कान्तामुखश्रीवियुता दिवापि ।
तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तुजालै-
र्विच्छिन्नधूमप्रसरा गवाक्षाः ॥ १६ । २० ॥
बलिक्रियावर्ज्जितसैकतानि
स्नानीयसंसर्गमनाप्नुवन्ति ।
उपान्तवानीरगृहाणि दृष्ट्वा
शून्यानि दूये सरयूजलानि ॥ १६ । २१ ॥
तदर्हसीमां वसतिं विसृज्य
मामभ्युपेतुं कुलराजधानीम् ।
हित्वा तनुं कारणमानुषीं मां
यथा गुरुस्ते परमात्ममूर्त्तिम् ॥ १६ । २२ ॥
तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः
प्रत्यग्रहीत् प्राग्रहरो रघूणाम् ।
पूरप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा
शरीरबन्धेन तिरोबभूव ॥ १६ । २३ ॥

রঘুবংশ ।

सुकुमारमहो लघीयसां
हृदयं तद्गतमप्रियं यतः ।

सहसैव समुन्निरन्त्यमी
त्तपयन्त्येव हि तन्मनीषिणः ॥ १६ । २१ ॥
उपकारपरः स्वभावतः
सततं सर्व्वजनस्य सज्जनः ।
असतामनिशं तथाप्यहो
गुरुहृद्रोगकरी तदुन्नतिः ॥ १६ । २२ ॥
परितप्यत एव नोत्तमः
परितप्तोऽप्यपरः सुसंवृतिः ।
परवृद्धिभिराहितव्यथः
स्फुटनिर्भिन्नदुराशयोऽधमः ॥ १६ । २३ ॥
अनिराकृततापसम्पदं
फलहीनां सुमनोभिरुज्झिताम् ।
खलतां खलतामिवासतीं
प्रतिपद्येत कथं बुधो जनः ॥ १६ । २४ ॥
प्रतिवाचमदत्त केशवः
शपमानाय न चेदिभूभुजे ।
अनुहुङ्कुरुते घनध्वनिं
नहि गोमायुरुतानि केशरी ॥ १६ । २५ ॥
जितरोषरया महाधियः
सपदि क्रोधजितो लघुर्जनः ।

विजितेन जितस्य दुर्मते-
र्मतिमद्भिः सह का विरोधिता ॥ १६ । २६ ॥

वचनैरसतां महीयसो
न खलु व्येति गुरुत्वमुद्धतैः ।
किमपैति रजोभिरौर्वरै-
रवकीर्णस्य मणेर्महार्घता ॥ १६ । २७ ॥

परितोषयिता न कश्चन
स्वगतो यस्य गुणोऽस्ति देहिनः ।
परदोषकथाभिरल्पकः
स्वजनं तोषयितुं किलेच्छति ॥ १६ । २८ ॥

सहजान्धदृशः स्वदुर्णये
परदोषेक्षणदिव्यचक्षुषः ।
स्वगुणोच्चगिरो मुनिव्रताः
परवर्णग्रहणेष्वसाधवः ॥ १६ । २९ ॥

प्रकटान्यपि नैपुणं महत्
परवाच्यानि चिराय गोपितुम् ।
विवरीतुमथात्मनो गुणान्
भृशमाकौशलमार्यचेतसाम् ॥ १६ । ३० ॥

किमिवाखिललोककीर्त्तितं
कथयत्यात्मगुणं महामनाः ।

महिता न लघीयसोऽपरः
स्वगुणं तेन वदत्यसौ स्वयम्॥ १६। ३१ ॥

শিশুপালবধ।

সংস্কৃতভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নহে। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃত দেবভাষা। ভারতবর্ষীয়েরা, আদিকাল অবধি, ঐ দেবভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেন; তদনুসারে সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়। কিন্তু, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা, শব্দবিদ্যার অনুশীলন প্রভাবে, নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা নহে; সংস্কৃতভাষী লোকেরা পৃথিবীর অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া, ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। সেই প্রদেশ ইরান। তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অতি পূর্ব্ব কালে, ইরানের আদিম নিবাসী লোকেরা, সময়ে সময়ে, ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্ম্মনি প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন। ইঁহারা ইরানে অবস্থিতিকালে একজাতি ও একভাষাভাষী ছিলেন। ঐ এক জাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া, হিন্দু, গ্রীক, রোমক, জর্ম্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন; এবং, ঐ এক ভাষাই, ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, ভারত-

বর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্ম্মনিতে জর্ম্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে, বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে উহাদিগের পরস্পর কোনও সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষ মাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ করিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ, বাঙ্গালা ভাষার অদ্যাপি এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে ঐ সমস্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও বিশদ রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; এ নিমিত্ত, ফলিতার্থ মাত্র উল্লিখিত হইল।

---

## সাহিত্যশাস্ত্র।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যশাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য কাব্য। তাঁহারা, এই দুই বিভাগের মধ্যেই, সমুদয় সাহিত্যশাস্ত্র সমাবেশিত করিয়াছেন। শ্রব্য কাব্য ত্রিবিধ, পদ্যময়, গদ্যময়, গদ্যপদ্যময়। পদ্যময় কাব্যও ত্রিবিধ; মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলঙ্কারিকেরা

কথা ও আখ্যায়িকা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এ উভয়ের বৈলক্ষণ্য এমন সামান্য যে ইহাদিগের ভাগদ্বয়ে বিভাগ অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। গদ্যপদ্যময় কাব্যকে চম্পূ বলে। চম্পূ কাব্যের বিভাগ নাই।

---

## মহাকাব্য।

কোনও দেবতার, অথবা সদ্বংশজাত অশেষসদ্গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের, কিংবা একবংশোদ্ভব বহু ভূপতিদিগের বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য নানা সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্গসংখ্যা অষ্টাধিক না হইলে, তাহাকে মহাকাব্য বলে না। সংস্কৃতভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তাহাতে দ্বাবিংশতির অধিক সর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনও মহাকাব্য আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচিত নহে; এক এক সর্গ এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত। সর্গের অবসানে এক, দুই, অথবা তদধিক অন্য অন্য ছন্দের শ্লোক থাকে। সকল সর্গই যে এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত, এমন নহে। মহাকাব্যে দুই, তিন. চারি, পাঁচ সর্গও এক ছন্দে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও সর্গ নানা ছন্দেও রচিত হইয়া থাকে। সর্গ সকল অতি সংক্ষিপ্ত অথবা অতি বিস্তৃত নহে। সর্গের শেষে পর সর্গের বৃত্তান্তসূচনা থাকে।

মহাকাব্য সকল আদিরস অথবা বীররস প্রধান, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। কবি, কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়কের নাম অনুসারে মহাকাব্যের নাম নির্দ্দেশ হয়।

---

## রঘুবংশ।

সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদে অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত কাব্যসমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণ রূপে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়; তাহাতে অত্যুক্তির সংস্রব

মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ, এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্ত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা যার পর নাই মনোহারিণী; বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি উপমা বিষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ নহেন। তিনি এরূপ সঙ্ক্ষেপে, ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপমা সঙ্কলন করিয়াছেন যে পাঠক মাত্রেরই, অনায়াসে ও আবৃত্তি মাত্র, উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা তাঁহার পরে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি, কি অন্য অন্য গ্রন্থকার, কাহারই রচনা, তাঁহার রচনার ন্যায়, চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও ললিত। তিনি একটিও অনাবশ্যক অথবা পরিবর্ত্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচনা বা ভাবসঙ্কলনের নিমিত্ত, তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি এ উভয়ের একত্র সঙ্ঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই, কালিদাসপ্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত

গৌরব ; এই নিমিত্তই, ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; এই নিমিত্তই, প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব, স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনাতে, কালিদাসকে কবিকুলগুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এবং এই নিমিত্তই, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কালিদাসের নাম অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কালিদাস, এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,

> मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्।
> प्रांशुलभ्ये फले मोहादुद्बाहुरिव वामनः ॥ १ ॥ ३ ॥

যেমন বামন, উন্নতপুরুষপ্রাপ্য ফলের গ্রহণাভিলাষে, বাহু প্রসারিত করিয়া, উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি, কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।

কালিদাস, অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভার, নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী ; সুতরাং, ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কালিদাসের যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত যাবতীয় কাব্যেই সে সমুদয় সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণন আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশরথতনয় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত, রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃতব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

---

## কুমারসম্ভব।

কালিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুমারসম্ভব। কুমারসম্ভব অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই ; তারকনামে এক মহাবল পরাক্রান্ত অতিদুর্দ্দান্ত অসুর, ব্রহ্মদত্ত বরের প্রভাবে, অত্যন্ত গর্ব্বিত ও দুর্জ্জয় হইয়া, দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া, স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, ব্রহ্মার শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে

এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে পার্ব্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদের সেনাপতি হইয়া, তারকাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া, তোমাদিগকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব অধিকার প্রদান করিবেন। তদনুসারে, দেবতারা উদ্যোগী হইয়া হর গৌরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর, তিনি, দেবসৈন্য সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্ব্বৃত্ত তারকাসুরের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক, দেবতাদিগকে আপন আপন অধিকারে পুনঃ স্থাপিত করেন। এই বৃত্তান্ত সুচারু রূপে কুমারসম্ভবে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্ব্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে—এমন অপ্রচলিত যে ঐ দশ সর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া, অনেকেই অবগত নহেন। এই দশ সর্গ, কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, যে এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে, তাহার হেতু এই বোধ হয়, অষ্টম সর্গে হর গৌরীর বিহার বর্ণনা আছে, তাহাও, সামান্য নায়ক নায়িকার বিহারের ন্যায়, বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হর গৌরীর কৈলাসগমন এবং দশমে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও হরগৌরীঘটিত অশ্লীল

বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হর গৌরীকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন। জগৎ-পিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আল-ঙ্কারিকেরাও কুমারসম্ভবের হরগৌরীবিহারবর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত ও অত্যন্ত দূষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে কার্ত্তি-কেয়ের বাল্যলীলা, সৈনাপত্যগ্রহণ, তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাসুরের নিপাত, এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশ মাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম, নবম, দশম, এই তিন সর্গের দোষে, ইহারাও একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এক কুম্ভকার কালিদাসের পরম মিত্র ছিলেন। কালিদাস, কুমারসম্ভব রচনা করিয়া, ঐ কুম্ভকার মিত্রকে দেখাইতে লইয়া যান। কুম্ভকার, পাঠ করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী একখান কাঁচা সরার উপর রাখিয়া দেন। তাহাতে কালিদাস বোধ করিলেন, এই গ্রন্থ কাঁচা হই-য়াছে; এবং সেই নিমিত্ত, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পুস্তক হস্তে লইয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কুম্ভকার তদ্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন এবং অশেষ প্রয়াসে

প্রথম সাত সর্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন ; অবশিষ্ট দশ সর্গ বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই অমূলক অকিঞ্চিৎকর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গই বিদ্যমান আছে, অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে লোপ পাইয়াছে।

কুমারসম্ভবের যে শেষভাগের কথা উল্লিখিত হইল, ইহার পুস্তক বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশে কুমারসম্ভবের অন্যবিধ এক শেষ ভাগ আছে। এই শেষ ভাগ পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কুমারসম্ভবের শেষ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে এই স্থির করিয়া, এতদ্দেশীয় কোনও আধুনিক কবি ঐ অংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহা, পাঠ করিলে, কালিদাসের রচিত বলিয়া কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মিতে পারে না।

কুমারসম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শিবপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থে, ইতিবৃত্তের যেরূপ ঐক্য আছে, দুই এক শ্লোকেরও সেইরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় (১)। যদি শিবপুরাণকে বেদ-

---

(१) तदिच्छामि विभो स्रष्टुं सेनान्यं तस्य शान्तये।
कर्म्मबन्धच्छिदं धर्म्मं भवस्येव मुमुक्षवः॥
यमोऽपि विलिखन् भूमिं दण्डेनास्तमितत्विषा॥
विषवृक्षोऽपि संवर्द्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्॥

শিবপুরাণ, উত্তরখণ্ড, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।
কুমারসম্ভব, দ্বিতীয় সর্গ।

ব্যাসবিরচিত, ও তদনুসারে কালিদাসের কুমারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন, গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, কালিদাস শিবপুরাণের বৃত্তান্ত লইয়া কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে, ঐ গ্রন্থের শ্লোক, অবিকল্প উদ্ধৃত করিয়া, আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস, অলৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া, যে আপন কাব্যে অন্যদীয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভাবিত নহে। যে কয়েকটি শ্লোকে ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে, কুমারসম্ভবের অথবা কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের রচনার সহিত, সেই সেই শ্লোকের রচনার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে; কিন্তু শিবপুরাণের কোনও অংশের রচনার সহিত কোনও অংশে উহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, শিবপুরাণ কুমারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন কি না, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনাপ্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন, এবং এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে সঙ্কলিত হইয়াছে, যে ঐ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া, কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মে না। যাঁহাদের সংস্কৃত রচনার ইতর বিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা, নিরপেক্ষ হইয়া, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-

পুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে। বাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, এক কালেও রচিত নয়। বোধ হয়, পুরাণনামপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমুদয়ের অধিকাংশই প্রাচীন নহে। শিবপুরাণ যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের পূর্ব্বে রচিত গ্রন্থ, এবং তাহা দেখিয়া কালিদাস কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না থাকিলে, এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন; বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগবাশিষ্ঠে ও কুমারসম্ভবেও শ্লোকের ঐক্য আছে (২)। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যে আধুনিক গ্রন্থ, প্রাচীন ও ঋষিপ্রণীত নহে, এ বিষয়ে কোনও অংশে সংশয় হইতে পারে না।

---

(২) आकाशभवा सरस्वती ।
शफरीं ह्रदशोषविक्लवां
प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पयत् ॥

যোগবাশিষ্ঠ, ভূকৈলাসনিবাসী রাজশ্রীসত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের মুদ্রিত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা।

কুমারসম্ভব, চতুর্থ সর্গ।

# কিরাতার্জ্জুনীয়।

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের পর, সংস্কৃত মহাকাব্যের উল্লেখ করিতে হইলে, উৎকর্ষ ও প্রাথম্য অনুসারে, সর্ব্বাগ্রে কিরাতার্জ্জুনীয়ের নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই মহাকাব্যের রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুরূহ, কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নহে। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, কিরাতার্জ্জুনীয়কর্ত্তা ভারবি কালিদাসের উত্তর কালে, এবং মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বহু কাল পূর্ব্বে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কিরাতার্জ্জুনীয়ের স্থূল বৃত্তান্ত এই ; যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব, রাজ্যাধিকার হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, দ্বৈতবনে বাস করেন। এক দিবস, ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাদিগকে কহেন, দৈব অনুগ্রহ ব্যতিরেকে, তোমাদের নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই ; অতএব, অর্জ্জুন হিমালয়ে গিয়া ইন্দ্রের আরাধনা করুন। তদনুসারে, অর্জ্জুন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করেন। দেবরাজ, তদীয় আরাধনায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শিবের আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। অর্জ্জুন শিবের আরাধনা আরম্ভ করিলে, মূক নামে এক দুর্ব্বৃত্ত দানব, বরাহের রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে আইসে। সেই সময়ে, শিবও, কিরাতরাজের আকার পরিগ্রহ করিয়া, অর্জ্জুনের

আশ্রমে উপস্থিত হন। অর্জ্জুন, বরাহরূপী দানবের প্রাণ-দণ্ডের নিমিত্ত, শরাসনে শর সন্ধান করিয়াছেন, এমন সময়ে, কিরাতরাজ, এক শর নিক্ষেপ করিয়া, বরাহের প্রাণসংহার করিলেন। এই উপলক্ষে, কিরাতরাজের সহিত অর্জ্জুনের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে, অর্জ্জু-নের অসাধারণ বল বীর্য্য দর্শনে, যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, কিরাতরূপী মহাদেব তাঁহাকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইলেন। সেই শিক্ষার প্রভাবে, অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ও অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া উঠিলেন।

ভারবি কবিত্বশক্তি বিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা ন্যূন; কিন্তু ভারতবর্ষের এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। কোন সহৃদয় ব্যক্তি, এই মহাকাব্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, একা-দশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সর্গ পাঠ করিয়া, সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত না হন এবং পদে পদে অসাধারণ কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ প্রমাণ না পান। কিরাতার্জ্জুনীয় অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত।

# শিশুপালবধ।

কাব্যকর্ত্তা মাঘনামা কবি স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন,

———সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াদঃ
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্ ॥

মাঘ, কবিকীর্ত্তি লাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া, এই শিশুপাল-বধনামক কাব্য রচনা করিলেন।

মাঘ অতিপ্রধান কবি ছিলেন এবং তৎপ্রণীত শিশুপালবধ অতি প্রধান মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই ; কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া, সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান করেন। যিনি সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন, তিনিই যজ্ঞে অর্ঘ পাইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির, রাজসূয় সমাপ্ত হইলে, ভীষ্মের উপদেশ অনুসারে, কৃষ্ণকে সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া, অর্ঘ দান করেন। কৃষ্ণের পিতৃষ্বসৃপুত্র শিশুপাল তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি, কৃষ্ণের এইরূপ অসামান্য সম্মান দর্শনে, অসূয়াপরবশ হইয়া, ভীষ্মের যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বপক্ষীয় নরপতিগণ সমভিব্যাহারে, সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন এবং দূত দ্বারা কৃষ্ণের অনেক তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। অনন্তর, উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এবং সেই সংগ্রামে কৃষ্ণ শিশুপালের প্রাণ সংহার করিলেন।

শিশুপালবধ কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রতিরূপ স্বরূপ। মাঘ, কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শ স্বরূপ করিয়া, শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ভারবি যে প্রণালীতে কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছেন, মাঘ শিশুপালবধের রচনাকালে, আদ্যোপান্ত, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, মহর্ষি ব্যাস আসিয়া পাণ্ডবদিগকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতেছেন; শিশুপালবধে, দেবর্ষি নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদযুক্ত করিতেছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রৌপদী, এই তিন জনের রাজনীতি সংক্রান্ত বাদানুবাদ; শিশুপালবধেও কৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধবের সেইরূপ রাজনীতি সংক্রান্ত বাদানুবাদ। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, তপস্যা নিমিত্ত, অর্জ্জুনের হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান; শিশুপালবধেও, কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান কালে রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, হিমালয় পর্ব্বতের বহুবিস্তৃত বর্ণনা এবং বর্ণনা সংক্রান্ত শ্লোক সকলের অধিক অংশ যমকালঙ্কারযুক্ত; শিশুপালবধেও, রৈবতক পর্ব্বতের অবিকল সেইরূপ বর্ণনা ও সেইরূপ যমকালঙ্কৃত শ্লোক। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, সুরাঙ্গনাদিগের বনবিহার, নায়কসমাগম, বিরহ, মান প্রভৃতির বর্ণনা আছে; শিশুপালবধেও, অবিকল সেই সমস্ত বর্ণনা আছে। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, কিরাতরাজ অর্জ্জুনের উত্তেজনার নিমিত্ত, তাঁহার নিকট

দূত প্রেরণ করেন; শিশুপালবধেও, শিশুপাল কৃষ্ণের ভর্ৎসনার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অনন্তর উভয় কাব্যেই উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জা, সৈন্যপ্রয়াণ ও সংগ্রাম বর্ণন আছে। কিরাতার্জ্জুনীয়ের পঞ্চদশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক; শিশুপালবধেরও ঊনবিংশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও ঐরূপ একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক লক্ষ্মীশব্দের প্রয়োগ আছে; শিশুপালবধেও, প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক শ্রীশব্দের প্রয়োগ আছে। কোনও স্থলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুপালবধে কিরাতার্জ্জুনীয়ের ভাব অবিকল ভিন্ন ছন্দে সঙ্কলিত হইয়াছে। ফলতঃ, অভিনিবেশ পূর্ব্বক, উভয় কাব্য আদ্যন্ত পাঠ করিলে, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতার্জ্জুনীয় আদর্শ ও শিশুপালবধ তৎপ্রতিরূপ। উভয় কাব্যের রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষ কোনও ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিরাতার্জ্জুনীয় শিশুপালবধ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই।

মাঘ অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার, কালিদাস ও ভারবির ন্যায়, সহৃদয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপালবধ

সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য হইত, সন্দেহ নাই। তিনি সকল বিষয়েরই বহুবিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সকল আরম্ভে একান্ত মনোহর, কিন্তু অবসানে নিতান্ত নীরস। মাঘ অধিক বর্ণনা এত অধিক ভাল বাসিতেন, যে শেষ অংশ নিতান্ত অশক্তিকৃত হইতেছে দেখিয়াও, ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না। কখনও কখনও, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্লিষ্ট অথবা সুশ্রাব্য শব্দের অনুরোধে, একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোকের, সেই শব্দটি ভিন্ন, আর কোনও অংশেই কোনও চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী ও গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক, কিন্তু কালিদাসের অথবা ভারবির ন্যায় পরিপক্ক নহে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহুবিস্তৃত বর্ণনা মাঘের অতি প্রধান দোষ। তিনি বিংশতিসর্গাত্মক কাব্যের নয় সর্গ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমর্পিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান কালে, প্রথম দিন রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান করেন। এই উপলক্ষে, মাঘ রৈবতক প্রভৃতির অত্যন্ত অধিক বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে রৈবতক বর্ণন, পঞ্চমে শিবির-সন্নিবেশ, ষষ্ঠে ঋতুবর্ণন, সপ্তমে বনবিহার, অষ্টমে জল-বিহার, নবমে সন্ধ্যাবর্ণন, দশমে সুরাপান ও বিহার, একাদশে প্রভাতবর্ণন, দ্বাদশে সৈন্যপ্রয়াণ; এইরূপ এক এক সর্গে এক এক বিষয় মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। মাঘ, এই

সমস্ত বর্ণনাতে, স্বীয় অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও বর্ণনাশক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনা যেমন অতিবিস্তৃত, তেমনই অপ্রাসঙ্গিক; প্রকৃত বিষয় শিশুপালবধে উহাদের কোনও উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নয় সর্গ পরিত্যাগ করিলেও, কাব্যের ইতিবৃত্ত কোনও ক্রমে অসংলগ্ন হয় না।

শিশুপালবধ, এইরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও, যে এক অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা যে ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (৩), ইহা কোনও ক্রমে অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। সম্যক সহৃদয়তা সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে শিশুপালবধ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

---

(३) उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्।
नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः॥
पुष्पेषु जाती नगरेषु काञ्ची नारीषु रम्भा पुरुषेषु विष्णुः।
नदीषु गङ्गा नृपतौ च रामः काव्येषु माघः कविकालिदासः॥

# নৈষধচরিত।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, শ্রীহর্ষ দেবতার আরাধনা করিয়া তৎপ্রসাদে অলৌকিক কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন; নৈষধচরিত সেই দেবপ্রসাদলব্ধ অলৌকিক কবিত্বশক্তির ফল। শ্রীহর্ষের যে কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল, তাহার কোনও সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী সহৃদয়তা ছিল না। তিনি নৈষধচরিতকে আদ্যোপান্ত অত্যুক্তিতে এমন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার রচনা এমন মাধুর্য্যবর্জ্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য ও অপরিপক্ক যে ইহাকে কোনও ক্রমে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ, অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত মহাকাব্যচতুষ্টয়ের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় না।

শ্রীহর্ষের অত্যুক্তি এমন উৎকট, যে তদ্দ্বারা, তদীয় কাব্যের উপাদেয়ত্ব না জন্মিয়া, বরং হেয়ত্বই ঘটিয়াছে। তিনি নলরাজার বর্ণনা কালে কহিয়াছেন, "নলরাজার যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্য দ্বারা যে ধূলি উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই ধূলি ক্ষীরসমুদ্রে পতিত হইয়া পঙ্কভাব প্রাপ্ত হয়; উৎপত্তিকালে চন্দ্রের গাত্রে সেই পঙ্ক লাগিয়া কলঙ্ক হইয়া আছে"(৪)। নল রাজা যখন, অশ্বারোহণ করিয়া, বয়স্যবর্গ

---

(৪) यदस्य यात्रासु बलोद्धतं रजः स्फुरत्प्रतापानलधूममञ्जिम ।
तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पङ्कीभवदङ्कतां विधौ ॥
প্রথমসর্গ। ৮ শ্লোক।

সমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিতেছেন, শ্রীহর্ষ তদীয় অশ্বের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, “আমাদিগের চলিবার নিমিত্ত এই পৃথিবী কয় পদ হইবেক ; অতএব সমুদ্রও স্থল হউক ; এই মনে করিয়াই যেন অশ্বগণ, সমুদ্রের জল শুষ্ক করিয়া স্থল করিবার নিমিত্ত, পদ দ্বারা ধূলি উত্থাপিত করিতেছে” (৫)। নৈষধচরিত এইরূপ উৎকট বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এরূপ উৎকট বর্ণনা পাঠ করিয়া, কোন সহৃদয় ব্যক্তি প্রীত বা চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক হইলে, অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং, অনুপ্রাসবাহুল্য দ্বারা, নৈষধচরিতের মাধুর্য্য সম্পাদন না হইয়া, সাতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নৈষধচরিত সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য (৬)। যাহা

---

(५) प्रयातुमस्माकमियं कियत्पदं धरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम्।
इतीव वाहैर्निजवेगदर्पितैः पयोधिरोधक्षममुद्धतं रजः॥
প্রথমসর্গ। ৬৯ শ্লোক।

(६) उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः।

হউক, নৈষধচরিতে মধ্যে মধ্যে অনেক অত্যুৎকৃষ্ট অংশ আছে। অন্য অন্য অংশ পাঠ করিয়া, যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে হয়, ঐ সকল অত্যুৎকৃষ্ট অংশ পাঠ করিয়া, সেইরূপ প্রীত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, এবং সকল মহাকাব্য অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে নল রাজার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

নৈষধচরিতের বিষয়ে এক অতিকৌতুকাবহ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীহর্ষ, নৈষধচরিত রচনা করিয়া, স্বীয় মাতুল প্রধান আলঙ্কারিক মম্মট ভট্টকে দেখাইতে লইয়া যান। মম্মট ভট্ট, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, শ্রীহর্ষকে কহিয়াছিলেন, বাপু হে! যদি তুমি কিছু পূর্ব্বে তোমার গ্রন্থ খানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অনেক লাঘব হইত। বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমায় অলঙ্কার গ্রন্থের দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে তোমার নৈষধচরিত পাইলে, আমায় এত পরিশ্রম করিতে হইত না; এক গ্রন্থ হইতেই সমুদয় উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

# ভট্টিকাব্য।

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রামাণিক প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন, এই মহাকাব্য ভট্টনামক কবির রচিত। ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও ইহাই সম্যক প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু অধুনাতন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন মতের প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভট্টিকাব্যকে ভর্ত্তৃহরিপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি ও এই কাব্যের রচয়িতা, উভয়েই অতি প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন, বোধ হয়, এই সাদৃশ্য দর্শনেই, ভরতমল্লিকের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তা কাব্যের শেষ শ্লোকে (৭) লিখিয়াছেন, আমি, বলভীপতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে থাকিয়া, এই কাব্য রচনা করিলাম। যদি ভরতমল্লিক এই শ্লোক দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ভ্রমে পতিত হইতেন না। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে ভর্ত্তৃহরি

---

(৩) काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां
श्रीधरसेननरेन्द्रपालितायाम्।
कीर्त्तिरतो भवतान्नृपस्य तस्य
क्षेमकरः क्षितिपो यतः प्रजानाम्॥

স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন, তিনি, অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দ্দেশ করেন না। ভরতমল্লিক শেষ চারি শ্লোকের টীকা করেন নাই; তাহাতেই বোধ হইতেছে, এই চারি শ্লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে হৃদয়গ্রাহিণী শরদ্বর্ণনা আছে, তদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্ত্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্তই, ভট্টিকাব্যের অধিকাংশ অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। যদি তিনি, ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া, কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে ভট্টিকাব্য উৎকৃষ্ট মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই।

এই যে ছয় মহাকাব্যের বিষয় উল্লিখিত হইল, ইহারাই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত প্রচলিত। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই এই ছয়ের সচরাচর অনুশীলন আছে।

---

# রাঘবপাণ্ডবীয়।

এই মহাকাব্যের প্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা দ্ব্যর্থ কাব্য। এক অর্থে রামের চরিত্র বর্ণন প্রতিপন্ন হয়, অপর অর্থে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্ত বর্ণন লক্ষিত হয়। এই রূপ এক শ্লোকে অর্থদ্বয় সমাবেশ দ্বারা রাঘব ও পাণ্ডব, দিগের বৃত্তান্ত বর্ণন সমাধান করিয়া, কবি স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাঘবপাণ্ডবীয়ের উপক্রমণিকা অংশে গ্রন্থকর্ত্তার নাম কবিরাজপণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বোধ হয়, ইহা তাঁহার উপাধি, নাম নহে। উপাধি দ্বারাই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, এ নিমিত্ত, গ্রন্থ-কর্ত্তা আপন গ্রন্থে উপাধিরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবি যেরূপ উপাধি অথবা নাম পাইয়াছিলেন, তদনুরূপ কবিত্ব-শক্তি প্রাপ্ত হন নাই। ইনি কবিত্ব বিষয়ে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কবিদিগের অপেক্ষা, অনেক অংশে ন্যূন। এই কাব্য ত্রয়োদশ সর্গে বিভক্ত। পূর্ব্বোক্ত কাব্য সকল যেমন সর্ব্বত্র প্রচলিত, রাঘবপাণ্ডবীয় সেরূপ নহে, ইহা অত্যন্ত বিরল-প্রচার; এত বিরলপ্রচার, যে অনেকে ইহার নামও অব-গত নহেন। কবিরাজ স্বগ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি কামদেব রাজার সভায় ছিলেন এবং তৎকর্তৃক প্রোৎ-সাহিত হইয়া রাঘবপাণ্ডবীয় রচনা করেন। কামদেব জয়ন্তী-পুরের রাজা ছিলেন এবং মধ্যদেশ হইতে সোমপায়ী

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে বোধ করেন, কামদেবেরই অপর নাম আদিশূর। আদিশূরেরও মধ্যদেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কিংবদন্তী আছে।

---

## গীতগোবিন্দ।

গীতগোবিন্দ জয়দেবপ্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এরূপ ললিতপদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদ-গুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যূন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব-শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে

শ্লোক আছে। সঙ্গীতসমূহে রাগ তানের বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। অনেকানেক কলাবতেরা, ভাষাসঙ্গীতের ন্যায়, গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে, বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোকেরা অদ্যাপি বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে গীতগোবিন্দের "**দেহি পদপল্লবমুদারম্**" এই অংশটি কৃষ্ণ জয়দেবের আবাসে আসিয়া স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। রাধার মানভঞ্জনের নিমিত্ত, যখন কৃষ্ণ অনুনয় করিতেছেন, সেই স্থলে, "**মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্**," এই বাক্য লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই, ( কৃষ্ণ রাধিকাকে কহিতেছেন ) তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে ভূষণস্বরূপ অর্পণ কর। জয়দেব "**মণ্ডনং**" পর্য্যন্ত লিখিয়া, এই ভাবিয়া, "**দেহি পদপল্লবমুদারম্**" এই অংশ সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না, যে প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা কিরূপে লিখিব। পরিশেষে, ঐ অংশ লিখিতে কোনও ক্রমে সাহস না হওয়াতে, সে দিবস লেখা রহিত করিয়া, তিনি স্নানে গমন করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত রসিক, সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলে, অপরাধ গ্রহণ করেন এরূপ নহেন ; বরং তাঁহার

প্রণয়িনীর পদপল্লব তদীয় মস্তকে অর্পিত বর্ণন করিলে, প্রসন্নই হয়েন। অতএব তিনি, প্রস্তুত বিষয়ে স্বীয় পরিতোষ দর্শাইবার এবং পরমভাগবত জয়দেবকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, জয়দেবের স্নানোত্তর প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, তদীয় আকার অবলম্বন করিয়া, স্নাতপ্রত্যাগত জয়দেবের ন্যায়, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। জয়দেবের ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জয়দেবরূপী কৃষ্ণ সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিলেন এবং আহারান্তে জয়দেবের পুস্তক বহিষ্কৃত করিয়া, "**দেহি পদপল্লবমুদারম্**" এই অংশ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিলেন। অনন্তর পদ্মাবতী, শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া, রীতিমত তদীয় পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইতে বসিলেন। এই অবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্নান করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রতিদিন পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া থাকেন, প্রাণান্তেও কদাপি তাঁহার আহারের পূর্ব্বে জলগ্রহণ করেন না। সে দিবস তাঁহাকে অগ্রে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিলেন। জয়দেব, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পুস্তক উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিলেন, "**দেহি পদপল্লবমুদারম্**" এই অংশটি লিখিত রহিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

পরে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যা পাতিত আছে, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন, আপনাকে যৎপরোনাস্তি ভাগ্যবান্ ও প্রভুর অসাধারণ কৃপাপাত্র স্থির করিয়া, জয়দেব প্রভুর প্রসাদ বলিয়া পদ্মাবতীর পাত্রাবশিষ্ট গ্রহণ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিলেন।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল (৮)। বীরভূমির প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে, অজয় নদের উত্তরতীরে, কেন্দুলি নামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্ব নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলি গ্রামে অদ্যাপি, জয়দেবের স্মরণার্থে, প্রতিবৎসর পৌষমাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে। জয়দেব কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট।

---

## খণ্ডকাব্য।

কোনও এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত, কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত নহে। কোনও কোনও খণ্ডকাব্য, মহাকাব্যের ন্যায়, সর্গবন্ধে বিভক্ত নয়। আর যে সকল খণ্ডকাব্য

---

(८) वर्णितं जयदेवकेन हरेरिदं प्रवणेन ।
केन्दुबिल्वसमुद्रसम्भवरोहिणीरमणेन ॥

সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতেও সর্গসংখ্যা আটের অধিক নহে।

---

## মেঘদূত।

সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দশাধিক শতশ্লোকাত্মক খণ্ডকাব্য কালিদাসপ্রণীত। মেঘদূত এরূপ ক্ষুদ্র কাব্য বটে, কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ, অত্যন্ত স্ত্রৈণতা বশতঃ, আপন কর্ম্মে অবহেলা করাতে, কুবের তাহাকে এই শাপ দেন যে তোমাকে একাকী এক বৎসর রামগিরিতে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তদনুসারে, সে তথায় আট মাস বাস করিয়া, স্বীয় প্রিয়তমার অদর্শনদুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়। পরিশেষে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, নভোমণ্ডলে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার নিমিত্ত, মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া, দৌত্যভারগ্রহণপ্রার্থনা জানাইল, এবং রামগিরি হইতে আপন আলয় পর্য্যন্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এই বিষয় অতি সুন্দর রূপে মেঘদূতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত। মেঘদূতের রচনা কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুরূহ।

---

## ঋতুসংহার।

কালিদাসপ্রণীত এই খণ্ডকাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক এক সর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত, ছয় ঋতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, ঋতুসংহার আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। কিন্তু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ইহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলেন না। কেহ কেহ ঋতুসংহারকে রঘু-বংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী এই সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের

প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। ঋতু-সংহার রঘুবংশ প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন বটে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে, রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কারবিবর্জ্জিত ও সহৃদয়পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, ঋতুসংহারে সে সমস্ত গুণের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। অন্যান্য ঋতুর অপেক্ষা গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণন সাতিশয় মনোহর।

---

## নলোদয়।

নলোদয়ের প্রত্যেক শ্লোক যমকালঙ্কারযুক্ত। এই কাব্য কালিদাসপ্রণীত। ইহাতে নল রাজার বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস, যমকের দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখাতে, স্বপ্রণীত অন্যান্য কাব্যের ন্যায়, নলোদয়কে স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির লক্ষণে লক্ষিত করিবার অবকাশ পান নাই।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, কালিদাস ঘটকর্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন। ঘটকর্পরও, কালিদাসের ন্যায়, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী। ইনি যমকালঙ্কারযুক্ত দ্বাবিংশতি শ্লোক রচনা করেন। এই দ্বাবিংশতিশ্লোকাত্মক কাব্যও ঘটকর্পর নামে প্রসিদ্ধ। ঘটকর্পরের, বিশেষ প্রশংসা করা যায়, এমন কোনও গুণ

নাই। গ্রন্থকর্ত্তা শেষ শ্লোকে কহিয়াছেন, “যে কবি, যমক লিখিয়া, আমাকে পরাজয় করিতে পারিবেক, আমি ঘট-কর্পর অর্থাৎ কলসীর খাপরা দ্বারা তাহার বারি বহন করিব” (১)। কবির এই প্রতিজ্ঞাবাক্য দর্শনে এক প্রকার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ঘটকর্পরঘটিত প্রতিজ্ঞা দ্বারাই তাঁহার ও তাঁহার কাব্যের নাম ঘটকর্পর হইয়াছে। এরূপ কিংবদন্তী আছে, ঘটকর্পরের এই গর্ব্বিত প্রতিজ্ঞা দর্শনে, রোষপরবশ হইয়া, কালিদাস নলোদয় রচনা করেন। ঘট-কর্পর অপেক্ষা নলোদয়ে যমকের আড়ম্বর অনেক অধিক। যদি ঐ কিংবদন্তী সমূলক হয়, তাহা হইলে, কালিদাস ঘটকর্পরের যমকরচনাগর্ব্ব বিলক্ষণ খর্ব্ব করিয়াছিলেন।

---

## সূর্য্যশতক।

সূর্য্যশতক ময়ূরভট্টপ্রণীত। ময়ূরভট্ট এক শত শ্লোকে সূর্য্যের ও তদীয় মণ্ডল, কিরণ, অশ্ব ও সারথির বর্ণনা ও স্তব করিয়াছেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, ময়ূরভট্ট এই শতশ্লোকাত্মক সূর্য্যস্তব রচনা করিয়া কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সূর্য্যশতকের রচনা অতিপ্রগাঢ় ও

(१) जीयेय येन कविना यमकैः परेण।
तस्मै वहेयमुदकं घटकर्परेण॥

অতিসুন্দর; ইহাতে অসাধারণ কবিত্বশক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ময়ূরভট্টের যেরূপ রচনাশক্তি ও যেরূপ কবিত্বশক্তি ছিল, তাহা বিষয়ান্তরে প্রয়োজিত হইলে, তিনি সূর্য্যশতক অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন।

## কোষকাব্য।

পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য বলে।

## অমরুশতক।

সংস্কৃত ভাষায় যত কোষকাব্য আছে, তন্মধ্যে অমরুশতক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই শতশ্লোকাত্মক কাব্যের রচনা অতি উত্তম। রচনা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা প্রাচীন গ্রন্থ। এই কাব্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অমরুশতকের পাঠেও তদনুরূপ হইয়া থাকে। অমরু যে এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। অমরু অধিক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রধান কবি বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবার সম্পূর্ণ সংস্থান হইয়াছে।

অমরুশতক আদিরসাশ্রিত কাব্য; কিন্তু এক টীকাকার, প্রথমতঃ আদিরস পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া, পক্ষান্তরে শান্তিরসাশ্রিত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার, অমরুশতকের শান্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়া, কেবল উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে, একটি শ্লোকেরও শান্তি পক্ষে সম্যক অর্থসমাবেশ হইয়া উঠে নাই।

---

## শান্তিশতক।

এই শান্তরসাশ্রিত শতক কাব্য শিহ্লণপ্রণীত। শিহ্লণ উত্তম কবি ছিলেন; এবং অর্থলাভার্থে পরোপাসনা, লোভ, বিষয়াসঙ্গ ইত্যাদির নিন্দা, এবং বিষয়ের অনিত্যতাপ্রতিপাদন ও যদৃচ্ছালাভসন্তোষ প্রভৃতির, স্বীয় শতকে সৎকবির ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন। শান্তিশতকের রচনা উত্তম। সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে, শান্তিশতক উৎকৃষ্ট কাব্য।

---

## নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক।

নীতিশতকে নানা সুনীতির উপদেশ আছে। শৃঙ্গার শতকের সমুদায় শ্লোক আদিরসাশ্রিত। বৈরাগ্যশতক

সর্ব্বাংশে শান্তিশতকের তুল্য। তিনের মধ্যে নীতিশতক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই তিন শতকের রচয়িতার নাম ভর্ত্তৃহরি। ভর্ত্তৃহরির রচনাও উত্তম এবং কবিত্বশক্তিও বিলক্ষণ ছিল। অনেকে কহিয়া থাকেন, এই ভর্ত্তৃহরিই বিক্রমাদিত্যের সহোদর। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে বিক্রম-সোদর ভর্ত্তৃহরি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন এবং পরিশেষে, স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থার সহিত তিন কাব্যার্থের যেরূপ ঐক্য হইতেছে, তাহাতে এই তিন কাব্য তাঁহার রচিত, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

---

## আর্য্যাসপ্তশতী।

এই সপ্তশতশ্লোকাত্মক কাব্য আর্য্যা ছন্দে রচিত, এ নিমিত্ত ইহা আর্য্যাসপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তার নাম গোবর্দ্ধন, এ নিমিত্ত গোবর্দ্ধনসপ্তশতী নামেও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোবর্দ্ধন সৎকবি ছিলেন। তাঁহার রচনা সরল ও মধুর। জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে গোবর্দ্ধনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন (১০)।

---

(१०) शृङ्गारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्य्यगोवर्द्धन-
स्पर्द्धी कोऽपि न विश्रुतः।

# গদ্যকাব্য।

## কাদম্বরী।

সংস্কৃত ভাষায় গদ্য সাহিত্য গ্রন্থ অধিক নাই। যে কয়েক খানি গদ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাদম্বরী গদ্যে রচিত বটে, কিন্তু অতি প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত। এই গ্রন্থ বাণভট্টপ্রণীত। বাণভট্ট মহাকবি ও সংস্কৃত রচনায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যশাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের বর্ণন করিতে হয়, বাণভট্ট এই গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যখন যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ। তাঁহার বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য্য ও অর্থের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ়। রচনার বিশেষ প্রশংসা এই, বাণভট্ট যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন, তাহার একটিও পরিবর্ত্তসহ নহে।

এই গ্রন্থে চন্দ্রাপীড়নামক রাজকুমার ও গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা কাদম্বরীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই গদ্যকাব্যের যে স্থলে, মহাশ্বেতানাম্নী এক তপস্বিনী, চন্দ্রাপীড়ের নিকট, পরিদেবিতপরিপূর্ণ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, ঐ অংশ এমন মনোহর যে বোধ হয় কোনও দেশের কোনও কবি তদপেক্ষায় অধিক মনোহর রচনা বা

বর্ণনা করিতে পারেন নাই। মহাশ্বেতার উপাখ্যান এই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ।

কাদম্বরী, এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও, দোষস্পর্শ শূন্য নহে। বাণভট্ট মধ্যে মধ্যে শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাস ঘটিত রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও ঐরূপ রচনাকে চিত্তরঞ্জন জ্ঞান করিয়া থাকেন, যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সকল স্থল যে দুরূহ ও নীরস, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘসমাসঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্য আছে। এই দ্বিবিধ দোষস্পর্শ না থাকিলে কাদম্বরীর ন্যায় কাব্য-গ্রন্থ অতি অল্প পাওয়া যাইত।

দুর্ভাগ্য ক্রমে, বাণভট্ট আপন গ্রন্থ সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কাদম্বরীর পূর্ব্বভাগ নামে প্রসিদ্ধ। তদীয় পুত্র উপাখ্যানের উত্তরভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু পুত্র পৈতৃক অলৌকিক কবিত্বশক্তি বা অসাধারণ রচনা-শক্তির উত্তরাধিকারী হয়েন নাই। উত্তর ভাগ কোনও ক্রমে পূর্ব্ব ভাগের যোগ্য নহে।

# দশকুমারচরিত।

দশকুমারচরিত এক অত্যুত্তম গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু কাব্যাংশে তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয়। রচনা অতি উত্তম বটে, কিন্তু কাদম্বরীর রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী নহে। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে; কিন্তু বর্ণনা সকল যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী নহে। পাঠ করিলে প্রীত ও চমৎকৃত হওয়া যায়, দশকুমারচরিত সেরূপ গ্রন্থ নয়। গ্রন্থকর্ত্তার নাম দণ্ডী।

দশকুমারচরিতশব্দে দশ কুমারের বৃত্তান্তবর্ণনাত্মক গ্রন্থ বুঝায়। কিন্তু যে দশকুমারচরিত দণ্ডিপ্রণীত বলিয়া প্রচলিত, তাহাতে আট কুমারের চরিত্র মাত্র বর্ণিত আছে। সুতরাং, এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণবৎ বোধ হইতেছে। যেরূপে গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে, তাহা কোনও ক্রমে সংলগ্ন বোধ হয় না। আমরা যে সকল ব্যক্তি ও বৃত্তান্তের বিষয় বিন্দু বিসর্গও অবগত নহি, এককালে সেই সকল বিষয়ের আরম্ভ হইতেছে। সমাপ্তিও আরম্ভের ন্যায় অসংলগ্ন। অষ্টম কুমারের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে বর্ণিত হইল, এরূপ প্রতীতি হয় না। এইরূপে দশকুমারচরিতের উপক্রম ও উপসংহার উভয়ত্রই ন্যূনতা প্রতিভাসমান হইতেছে।

উপক্রমের ন্যূনতাপরিহারের নিমিত্ত, পূর্ব্বপীঠিকা নামে এক উপক্রমণিকা রচিত হইয়াছে। এই উপক্রম-

ণিকাতে, দশ সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, আর দুই কুমারের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। এই অংশও দণ্ডীর নিজের রচিত বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু উপক্রমণিকার ও দশকুমারচরিতের রচনা পরস্পর এরূপ বিসংবাদিনী যে ঐ উভয় এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া কোনও ক্রমে প্রতীতি হয় না।

দশকুমারচরিতের যেরূপ এক উপক্রমণিকা আছে, সেইরূপ এক পরিশিষ্টও আছে। ইহার নাম শেষ অর্থাৎ কথার অবশিষ্ট অংশ। এই অবশিষ্ট অংশ চক্রপাণি-দীক্ষিতনামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের রচিত। আমরা এ পর্য্যন্ত এই পুস্তক দেখিতে পাই নাই। সুবিখ্যাত সংস্কৃতবেত্তা শ্রীযুত হোরেস্ হেমেন্ উইলসন্ ঐ পুস্তক দেখিয়াছেন। তিনি কহেন যে চক্রপাণি নিজ রচনার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত, যথেষ্ট শ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনা দণ্ডীর রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ, উপাখ্যানভাগ এমন অসার ও অকিঞ্চিৎকর যে পাঠ করিলে পরিশ্রম পোষায় না।

অনেকে অনুমান করেন, দণ্ডী গ্রন্থকর্ত্তার নাম নহে; ইহা তাঁহার উপাধি মাত্র। যাহারা, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দণ্ডী কহে। এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। আর, এই গ্রন্থকর্ত্তার বিষয়ে যে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তদ্দ্বা-

রাও উক্ত অনুমানের বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। দণ্ডী-দিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই, তাঁহারা সর্ব্বদা পর্য্যটন করেন; কেবল বর্ষা চারি মাস, পর্য্যটনে অশেষ ক্লেশ বলিয়া, কোনও গৃহস্থের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমাদের দণ্ডীও গৃহস্থের ভবনে বর্ষা চারি মাস বাস করিতেন, এবং সেই অবকাশে এক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিতেন। যে বার যে গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিতেন, বর্ষান্তে প্রস্থানকালে, স্বরচিত পুস্তক খানি তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেন। দশকুমারচরিত দণ্ডীর এক বর্ষা চারি মাসের রচনা। আর, কাব্যাদর্শ নামে দণ্ডীর যে অলঙ্কার গ্রন্থ আছে, তাহাও আর এক বর্ষা চারি মাসের পরিশ্রম। যদি এই কিংবদন্তী অমূলক না হয়, তাহা হইলে, দশ-কুমারচরিতের উপক্রমে ও উপসংহারে যে ন্যূনতা আছে, তাহারও এক প্রকার কারণ উপলব্ধ হইতেছে। যেহেতু, কিংবদন্তী ইহাও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, দণ্ডী যে বর্ষাতে দশকুমারচরিত রচনা করেন, সেই বর্ষাতেই তাঁহার প্রাণ-ত্যাগ হয়। এই নিমিত্ত, তিনি দশকুমারচরিতের কথা সমাপ্ত ও পূর্ব্বাপরসংলগ্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

---

# বাসবদত্তা।

বাসবদত্তা সুবন্ধুনামক কবির রচিত। সুবন্ধু স্বগ্রন্থের সমাপিকাতে, বররুচির ভাগিনেয় বলিয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন (১১)। বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সুবন্ধু বাসবদত্তা রচনা করেন; এবং গুণগ্রাহী বিক্রমাদিত্য বিদ্যমান নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন (১২)।

বাণভট্টের কাদম্বরী ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা এ উভয় গ্রন্থ এক প্রণালীতে রচিত। বোধ হয়, এরূপ রচণাপ্রণালী সুবন্ধুই প্রথম উদ্ভাবিত করেন। বাণভট্ট যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। এই গ্রন্থে কন্দর্পকেতুনামক এক রাজকুমার ও বাসবদত্তানাম্নী এক রাজকুমারীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

সুবন্ধু বাসবদত্তারচনাতে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল না। কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাযোজনা, সুবন্ধুর

---

(११) इति श्रीवररुचिभागिनेयसुबन्धुविरचिता वासवदत्ताख्यायिका समाप्ता ।

(१२) सारसवत्ता निहता नवका विलसन्ति चरति नो कङ्कः ।
सरसीव कीर्त्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥
वासवदत्ता ।

বাসবদত্তা সর্ব্বাংশেই মধ্যবিধ। পাঠ করিলে, এই গ্রন্থ প্রধান কবির রচিত বলিয়া প্রতীতি হয় না। কিন্তু গ্রন্থের আরম্ভে যে কয়েকটি শ্লোক আছে, এবং গ্রন্থের মধ্যে কবি যে দুই শ্লোকে কুপিত সিংহের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মনোহর।

---

## চম্পূকাব্য।

আমরা যে কয়েক খানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এক খানিও নাই। কালিদাস ও বাণভট্ট, ভারবি ও ভবভূতি, মাঘ ও শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতি প্রধান কবিরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর, যদিই কোনও প্রধান কবি চম্পূকাব্য রচনা করিয়া থাকেন, হয় তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান নাই, নয় এপর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই।

আমরা যে সাত খানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে দেবরাজবিরচিত অনিরুদ্ধচরিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবরাজের রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না। যে ভোজদেবকে বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতা বিষয়ে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণনা করিতে হয়, তাঁহার রচিত চম্পূরামায়ণ ও চিরঞ্জীববিরচিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী নিতান্ত অগ্রাহ্য চম্পূ নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, অনন্তভট্টপ্রণীত চম্পূভারত, ভানুদত্তবিরচিত কুমারভার্গবীয়, রামনাথকৃত

চন্দ্রশেখরচেতোবিলাসচম্পূ, এবং রূপগোস্বামিলিখিত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, এই কয়েক চম্পূকে কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, এমন কোনও বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

## দৃশ্য কাব্য।

মহাকাব্য প্রভৃতির কেবল শ্রবণ হয়, এই নিমিত্ত উহাদিগকে শ্রব্য কাব্য বলে। নাটকের, শ্রব্য কাব্যের ন্যায়, শ্রবণ হয়; অধিকন্তু, রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়-কালে, দর্শনও হইয়া থাকে। এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য কাব্য। দৃশ্য কাব্য দ্বিবিধ; রূপক ও উপরূপক। রূপক নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি দশবিধ। উপরূপক নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ। আলঙ্কারিকেরা দৃশ্য কাব্যের এই যে অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষভেদগ্রাহক তাদৃশ কোনও লক্ষণ নাই। সর্ব্বপ্রধান ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃশ্য কাব্যের অন্যান্য ভেদও সেই সমুদয় লক্ষণে আক্রান্ত। আলঙ্কারিকেরা অন্যান্য ভেদের, অঙ্কসঙ্খ্যার ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা এত সামান্য যে সে অনুরোধে, দৃশ্য কাব্যের অষ্টা-

বিংশতি বিভাগ কল্পনা না করিয়া, যাবতীয় দৃশ্য কাব্যকে কেবল নাটক নামে নির্দ্দেশ করিলেই ন্যায়ানুগত হইত।

প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার, অর্থাৎ প্রধান নট, স্বীয় সহচরী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া, কবির ও নাটকের নাম নির্দ্দেশ করে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। এই অংশকে প্রস্তাবনা কহে। যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক। নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্কসংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত এক ভাষায় রচিত নহে, ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য ভাষাবিশেষে সঙ্কলিত হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত, নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সংস্কৃতভাষী; স্ত্রী, বালক, ও অপ্রধান পুরুষদিগের ভাষা প্রাকৃত। প্রাকৃত সংস্কৃতের অপভ্রংশ। আলঙ্কারিকেরা এই অপভ্রংশের, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন, সপ্তদশ ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে পণ্ডিতা তপস্বিনীরা সংস্কৃতভাষিণী। অশুভ ঘটনা দ্বারা সংস্কৃত নাটকের উপসংহার করিতে নাই। সংস্কৃত ভাষায় আদিরস, বীররস ও করুণরস প্রধান নাটক অনেক।

মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, ও কোষকাব্যের ন্যায়, সংস্কৃত ভাষায় নাটকও অনেক আছে। কালিদাস প্রভৃতি প্রধান কবিগণ এই ভাষায় নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে এই ভারতবর্ষে রঙ্গভূমিতে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত।

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা ভরতমুনিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও কহেন, এই ভরতমুনি অপ্সরাদিগের নাট্যব্যাপারের উপদেষ্টা। অপ্সরারা, ইহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়, নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে। এরূপ নাট্যাচার্য্য যে কোনও কালে বিদ্যমান ছিলেন না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা, স্ব স্ব গ্রন্থে, মধ্যে মধ্যে, ভরতসূত্র বলিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, নাটকরচনা বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় এক অতি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা, অবিসংবাদিত প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, ঐ গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেবল এই বিষয়েই নহে, অন্যান্য বিদ্যা বিষয়েও এই প্রথা লক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাকরণ পাণিনি মুনির প্রণীত বলিয়া প্রচলিত। ঐ ব্যাকরণের বার্ত্তিক কাত্যায়ন মুনির রচিত, ভাষ্য পতঞ্জলি মুনির

প্রণীত, বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে সর্পরাজ অনন্তদেব, পুরাণের মত অনুসারে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ফণমণ্ডলের উপর ধারণ করিয়া আছেন, পতঞ্জলি তাঁহার অবতার। সর্পের অবতার মুনির রচিত বলিয়া, ঐ ভাষ্য ফণিভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। যাবতীয় পুরাণ মহর্ষি ব্যাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত। ধর্ম্মশাস্ত্র সকল মনু, অত্রি, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি এক এক মুনির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা এই ছয় দর্শন, যথাক্রমে, কপিল ও পতঞ্জলি, গোতম ও কণাদ, ব্যাস ও জৈমিনি, এই ছয় মুনির নামে প্রচলিত। তন্ত্র সকল যে ইদানীন্তন কালের রচিত গ্রন্থ, তাহার কোনও *সংশয় নাই—এত ইদানীন্তন*, যে কোনও কোনও তন্ত্রে ইঙ্গরেজদিগের ও লণ্ডন নগরের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় (১৩)। এই সকল তন্ত্র শিবপ্রোক্ত বলিয়া প্রচলিত। বেদ সকল সৃষ্টিকর্ত্তার নিজের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রূপে, নব্য কাব্য ও সংগ্রহ গ্রন্থ ভিন্ন, প্রায় সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্রই এক এক মুনির, অথবা দেবতার, প্রণীত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

---

(१३) पूर्व्वाम्नाये नवशतं षडशीतिः प्रकीर्त्तिताः।
फिरङ्गभाषया मन्त्रास्तेषां संसाधनाद्भुवि।
अधिपा मण्डलानाञ्च संग्रामेष्वपराजिताः।
इंरेजा नव षट् पञ्च लण्ड्रजाश्चापि भाविनः॥
মেরুতন্ত্র। ২৩ প্রকাশ।

# অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র।

সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব্ব নাটকের, আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত, সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যদি শত বার পাঠ কর, শত বারই অপূর্ব্ব বোধ হইবেক। এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্মন্ত-সমীপগমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্ম্মিলন; এই সকল স্থলে কালিদাস স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তি অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিলে, অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে এই প্রতীতি জন্মিবেক যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ।

ভারতবর্ষীয়েরাই যে, স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া, শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন নহে; দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক, প্রশংসা

করিয়াছেন। নানাবিদ্যাবিশারদ, অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম্ জোন্স, শকুন্তলা পাঠ করিয়া, এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীরের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং জর্ম্মনিদেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি, গেটি, শকুন্তলার সর্ উইলিয়ম্ জোন্সকৃত ইঙ্গরেজী অনুবাদের ফর্ষ্টরকৃত জর্ম্মন অনুবাদ পাঠ করিয়া, লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষক ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞানশকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল"। যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া, এত প্রীত ও এত চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে, সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া, কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

বিক্রমোর্ব্বশী পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে পুরূরবাঃ ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশীর আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু, চতুর্থ অঙ্কে, উর্ব্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়া,

পুরূরবাঃ, তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত, বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর, যে কোনও দেশীয় কোনও কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক না।

কালিদাসের তৃতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র। মালবিকাগ্নিমিত্র উত্তম নাটক বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল ও বিক্রমোর্ব্বশী অপেক্ষা অনেক ন্যূন। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে মালবিকা ও অগ্নিমিত্র রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয়, কালিদাস সর্ব্বপ্রথম এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

---

# বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব।

এই তিন নাটক ভবভূতির প্রণীত। ভবভূতি এক জন অতিপ্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব, ও বাণভট্টের পর তদীয় নাম নির্দ্দেশ, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতিচমৎকারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতিপ্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক

প্রগাঢ়। ইনি, অন্য অন্য কবির ন্যায়, মধুর ও কোমল রচনাতে প্রবীণ ছিলেন; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য অন্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্য অন্য কবিরা, অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও, আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান; অনাবশ্যক স্থলে, কোনও ক্রমে, স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে, তেমনই কয়েকটি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে স্থানে স্থানে অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট; এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথন স্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য।

বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণবধের পর অযোধ্যা প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বীররসাশ্রিত নাটক। বীরচরিতে ভবভূতির কবিত্বশক্তি বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, সে সমুদয় তাদৃশ অধিক নাই। তথাপি, রামচরিতের এই অংশ লইয়া অন্য অন্য

কবি যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, বীরচরিত সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উত্তম, তাহার সন্দেহ নাই।

উত্তরচরিতে বীরচরিতবর্ণিতাবশিষ্ট রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরচরিত ভবভূতির সর্ব্বপ্রধান নাটক। এই নাটক করুণারসাশ্রিত। বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য্য ও অর্থের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, ললিত ও প্রগাঢ়। ফলতঃ, শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ। এই নাটক পাঠ করিলে, মোহিত হইতে ও অশ্রুপাত করিতে হয়।

মালতীমাধব আদিরসাশ্রিত নাটক। ভবভূতি এই নাটকে আপন রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং প্রস্তাবনাতে গর্ব্বিত বাক্যে কহিয়াছেন, "যাহারা আমার এই নাটকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে, তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়; আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোনও ব্যক্তি এই অসীম ভূমণ্ডলের কোনও স্থানে থাকিতে পারেন, অথবা কোনও কালে উৎপন্ন হইতে পারেন" (১৪)। কিন্তু ভবভূতি, অসাধারণ উৎকর্ষ

---

(१४) ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां
जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः।
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्म्मा
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी॥

সম্পাদনের নিমিত্ত যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং প্রস্তাবনাতে যেরূপ অসদৃশ অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়াছেন, মালতীমাধব তত উত্তম নাটক হয় নাই। ইহাতে রচনার চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য আছে এবং অর্থেরও অসাধারণ গাম্ভীর্য্য আছে, যথার্থ বটে; কিন্তু কালিদাস দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার, এবং শ্রীহর্ষদেব বৎসরাজ ও রত্নাবলীর, উপাখ্যান যাদৃশ মনোহর রূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন, মালতী ও মাধবের বৃত্তান্ত ভবভূতি সেরূপ মনোহর করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, অর্থবোধের কষ্ট ও অতিদীর্ঘ সমাস প্রভৃতি ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, সে সমুদয় মালতীমাধবেই ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয়। আমরা, মালতীমাধব পাঠ করিয়া, ভবভূতির কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তির প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু মালতীমাধবকে অত্যুৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কোনও ক্রমে সম্মত নহি। ভবভূতি যত অহঙ্কার করুন না কেন, তাঁহার মালতীমাধব কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী এবং তাঁহার নিজের উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন। ভবভূতি স্বপ্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে, বোধ হয়, মালতীমাধবকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠকবর্গের বিবেচনা যেরূপ পক্ষপাতশূন্য হয়, গ্রন্থকর্ত্তাদের নিজের বিবেচনা সর্ব্বদা সেরূপ হইয়া উঠে

না। বোধ হয়, সহৃদয় পাঠক মাত্রেই উত্তরচরিতকে ভবভূতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক জ্ঞান করিয়া থাকেন।

---

## রত্নাবলী ও নাগানন্দ।

রত্নাবলী এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক—এমন উৎকৃষ্ট যে অনেকে রত্নাবলীকে যাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমধিক মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, উৎকর্ষ অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিতে হইলে, শকুন্তলার পরে রত্নাবলীর নাম নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। রত্নাবলী চারি অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে বৎসরাজ ও সাগরিকার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রাজদর্শনানন্তর সাগরিকার বিরহ, সাগরিকার সহিত অকস্মাৎ রাজার সাক্ষাৎকার, ও রাজমহিষী বাসবদত্তার বেশে সাগরিকার রাজসমাগম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে এই সকল বিষয় বর্ণন কালে, কবি যেরূপ কৌশল ও যেরূপ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, শকুন্তলা ভিন্ন আর কোনও নাটকেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাগানন্দও উত্তম নাটক বটে, কিন্তু রত্নাবলী অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ শ্রীহর্ষদেবপ্রণীত। শ্রীহর্ষদেব

কশ্মীরের রাজা ছিলেন। কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে শ্রীহর্ষদেবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। রাজতরঙ্গিণীতে রত্নাবলী ও নাগানন্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু এরূপ লিখিত আছে, শ্রীহর্ষদেব অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সর্ব্ব ভাষায় সৎকবি ও সমস্ত বিদ্যার আধার ছিলেন (১৫)। রত্নাবলী ও নাগানন্দের প্রস্তাবনাতে রাজশ্রীহর্ষদেবপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, এবং রাজতরঙ্গিণীতেও রাজা শ্রীহর্ষদেব সৎকবি বলিয়া লিখিত আছে; সুতরাং, রাজতরঙ্গিণীর শ্রীহর্ষদেব যে রত্নাবলী ও নাগানন্দের রচয়িতা, এরূপ নির্দ্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ, আর কোনও গ্রন্থে আর কোনও রাজা শ্রীহর্ষদেবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীহর্ষদেব, কিঞ্চিৎ অধিক আট শত বৎসর পূর্ব্বে, কশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

এরূপ প্রবাদ আছে, ধাবক নামে এক কবি রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করেন; শ্রীহর্ষদেব, অর্থ প্রদান দ্বারা ধাবককে সম্মত ও সন্তুষ্ট করিয়া, ঐ দুই নাটক আপন নামে প্রচলিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রধান আলঙ্কারিক মম্মটভট্টের লিখন দ্বারাও এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে (১৬)।

---

(१५) सोऽशेषदेशभाषाज्ञः सर्व्वभाषासु सत्कविः ।
कृत्स्नविद्यानिधिः प्राप ख्यातिं देशान्तरेष्वपि ॥ ७।६११॥

(१६) श्रीहर्षादेर्धावकादीनामिव धनम् । কাব্যপ্রকাশ।

কিন্তু ধাবক ও শ্রীহর্ষদেবে সহস্র বৎসরেরও অধিক অন্তর। উভয়ে এক সময়ের লোক নহেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনাতে, প্রাচীন নাটকলেখক বলিয়া, ধাবকের নামোল্লেখ আছে (১৭)। তদনুসারে, ধাবক বিক্রমাদিত্যের সময়েরও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং, ঐ লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মম্মটের সিদ্ধান্ত অমূলক বোধ হইতেছে। আর, যখন শ্রীহর্ষদেবের সৎকবিত্ব ও অশেষবিদ্যাশালিত্ব প্রামাণিক পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন, অমূলক লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মম্মটের লিখন রক্ষার নিমিত্ত, ধাবকান্তর কল্পনা করিয়া, শ্রীহর্ষদেবের কবিকীর্ত্তি লোপ করা কোনও ক্রমে ন্যায়ানুগত বোধ হইতেছে না।

---

## মৃচ্ছকটিক।

মৃচ্ছকটিকের রচনা ও বর্ণনা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বোধ হয়, সংস্কৃত ভাষায় এক্ষণে যত নাটক আছে, মৃচ্ছকটিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গ্রন্থকর্ত্তার নাম শূদ্রক। শূদ্রক, বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে, ভূমণ্ডলে

---

(১৭) प्रथितयशसां धावकसौमिल्लकविपुत्त्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्त्तमानकवेः कालिदासस्य कृतौ किं कृतो बहुमानः।

প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (১৮)। মৃচ্ছকটিকলেখক সৎকবি ও সংস্কৃত রচনায় অতিপ্রবীণ ছিলেন। এই নাটকের স্থানে স্থানে অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে; শ্লোক সকল অতিসুন্দর; আদ্যোপান্তের রচনা অতি প্রাঞ্জল। সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে, মৃচ্ছকটিক অতি উত্তম কাব্য বটে; কিন্তু সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় নাটক বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, মৃচ্ছকটিক নাটকাংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী ও উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

প্রস্তাবনাতে মৃচ্ছকটিক শূদ্রকপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু, প্রস্তাবনার সমুদয় অংশ বিবেচনা করিলে, শূদ্রক রাজার গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব বিষয়ে নানা সংশয় উপস্থিত হয়। প্রস্তাবনাতে লিখিত আছে, "গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিতকলেবর, অগাধবুদ্ধিশালী

(१८) त्रिषु वर्षसहस्रेषु कलेर्यातेषु पार्थिव।
त्रिशते च दशन्यूने ह्यस्यां भुवि भविष्यति॥
शूद्रको नाम वीराणामधिपः सिद्धसत्तमः।
नृपान् सर्व्वान् पापरूपान् वर्द्धितान् यो हनिष्यति॥
चर्व्वितायां समाराध्य लप्स्यते भूभरापहः।
ततस्त्रिषु सहस्रेषु दशाधिकशतत्रये॥
भविष्यं नन्दराज्यञ्च चाणक्यो यान् हनिष्यति।
शुक्लतीर्थे सर्व्वपापनिर्मुक्तिं योऽभिलप्स्यते॥
ततस्त्रिषु सहस्रेषु सहस्राभ्यधिकेषु च।
भविष्यो विक्रमादित्यो राज्यं सोऽत्र प्रलप्स्यते॥

কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায়।

শূদ্রক নামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন” (১৯)। “শূদ্রক স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন”(২০)। শূদ্রক রাজা, কবি ও অগাধবুদ্ধিশালী হইয়া, গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিতকলেবর ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা আপন গ্রন্থে আপনার বর্ণন করিবেন, সম্ভব বোধ হয় না। বিশেষতঃ, এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা স্বীয় প্রাণত্যাগের বিষয় স্বগ্রন্থে নির্দ্দেশ করা কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইতে পারে না। ইহাতে, অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, মৃচ্ছকটিক শূদ্রক রাজার প্রণীত নহে, অথবা, প্রস্তাবনাংশ শূদ্রকের মৃত্যুর পর অন্য দ্বারা রচিত ও মৃচ্ছকটিকে যোজিত হইয়াছে। কিন্তু, প্রস্তাবনা ও নাটকের রনচনার এরূপ সৌসাদৃশ্য যে এই দুই বিষয় বিভিন্ন লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ, প্রস্তাবনা গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হয়, এরূপ ব্যবহার অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। সংস্কৃত নাটকের

---

(१९) एतत्कविः किल
द्विरदेन्द्रगतिश्चकोरनेत्रः परिपूर्णेन्दुमुखः सुविग्रहश्च ।
द्विजमुख्यतमः कविर्बभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाधसत्त्वः ॥

(২০) राजानं वीक्ष्य पुत्रं परमसमुदयेनाश्वमेधेन चेष्ट्वा ।
लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनसहितं शूद्रकोऽग्निं प्रविष्टः ॥

প্রস্তাবনা নাটকের অবয়ব স্বরূপ, তাহা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সঙ্কলিত হওয়া কোনও ক্রমে সম্ভব বোধ হয় না।

---

## মুদ্রারাক্ষস।

মুদ্রারাক্ষস বিশাখদেবপ্রণীত। প্রস্তাবনায় নির্দ্দিষ্ট আছে, বিশাখদেব রাজার পুত্র। বিশাখ সৎকবি ও সংস্কৃতরচনা বিষয়ে অতি প্রবীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা সম্যক প্রাঞ্জল ও ললিত নহে। যাহা হউক, মুদ্রারাক্ষস এক অত্যুত্তম নাটক। চাণক্য, নন্দবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট নন্দবংশের অমাত্য রাক্ষস অত্যন্ত প্রভুপরায়ণ ও নীতিবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের প্রতিপক্ষ থাকিলে, তদীয় সিংহাসন বদ্ধমূল হয় না; এই নিমিত্ত চাণক্য, স্বীয় অসাধারণ কৌশলে ও নীতি প্রভাবে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্যের পদ স্বীকার করান। এই বিষয় মুদ্রারাক্ষসে সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

---

# বেণীসংহার।

বেণীসংহার ভট্টনারায়ণপ্রণীত। এরূপ কিংবদন্তী আছে, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে গৌড়দেশে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে এক জন। এই নাটক নাটকের প্রায় সমুদয় লক্ষণে অলঙ্কৃত। সাহিত্য দর্পণের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে, নাটক সংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোনও নাটক হইতে তত নহে। কিন্তু ভট্টনারায়ণের রচনা প্রাচীন কবিদের রচনার ন্যায় মনোহারিণী নহে। রচনার ন্যূনতা প্রযুক্তই বেণীসংহার, নাটকের সমুদয় লক্ষণে আক্রান্ত হইয়াও, কাব্য অংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যূন। বেণীসংহার বীররসাশ্রিত নাটক। ইহাতে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বীর ও করুণ রস সংক্রান্ত উত্তম উত্তম রচনা ও উত্তম উত্তম বর্ণনা আছে।

---

যে সকল নাটকের বিষয় উল্লিখিত হইল, সংস্কৃত ভাষায় তদ্ব্যতিরিক্ত অনেক নাটক আছে; বাহুল্যভয়ে এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না। সমুদয়ে বিরাশি খানি নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে তেত্রিশ খানি

মাত্র বিদ্যমান বলিয়া বিজ্ঞাত; অবশিষ্ট সকলের দশরূপকে ও সাহিত্য দর্পণে উল্লেখ আছে, এবং উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, অনেকেরই কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। কুন্দমালা, উদাত্তরাঘব, বালরামায়ণ প্রভৃতি কতিপয় নাটকের উদ্ধৃত অংশ দর্শনে বোধ হয়, ঐ সকল নাটক অত্যুৎকৃষ্ট।

---

## উপাখ্যান।

গল্পচ্ছলে বালকদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্ত, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর কল্পিত বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ আছে, অথবা গ্রন্থকর্ত্তারা স্বেচ্ছা অনুসারে নানা লৌকিক ও অলৌকিক বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা উহাদিগকেও কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু, কি কথাযোজনা, কি রচনা, কি বর্ণনা, কোনও অংশেই উহারা কাব্যনামের যোগ্য নহে। সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থ কেবল গদ্য, কেবল পদ্য, ও গদ্য পদ্য উভয়াত্মক আছে। কিন্তু তাহারা প্রকৃত রূপে কাব্যশ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত কাব্যস্থলে তাহাদের উল্লেখ করা যায় নাই। উপাখ্যানের মধ্যে যে কয়েক খানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, এক্ষণে তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

# পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ।

পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, উহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া উহার রচনা অত্যন্ত সরল। এরূপ সরল সংস্কৃত গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনত্ব ও তন্নিবন্ধন সরলত্ব ব্যতীত আর কিছুই বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। রচনার মাধুর্য্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য্য নাই; অধিকন্তু, মধ্যে মধ্যে বহুতর অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে। বোধ হয়, কোনও বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই, পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষিত হইয়া আছে; অন্য অন্য গ্রন্থের ন্যায়, সচরাচর সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ, পঞ্চতন্ত্রের স্থানের স্থানের পাঠ এমন অপভ্রংশিত হইয়া গিয়াছে যে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। পঞ্চতন্ত্রে, বিষ্ণুশর্ম্মা বক্তা রাজপুত্রগণ শ্রোতা এই প্রণালীতে, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর উপাখ্যানচ্ছলে, নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতবেত্তারা পঞ্চতন্ত্রকে পারস, আরব, ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশীয় উপাখ্যানের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হিতোপদেশকর্ত্তা গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পঞ্চতন্ত্রের ও অন্যান্য গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া, লিখিতে আরম্ভ করিলাম (২১)। বাস্তবিক, হিতোপদেশ পঞ্চ-

(२१) पञ्चतन्त्रात्तथान्यस्माद्ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते।

তন্ত্রের প্রতিরূপ স্বরূপ। পঞ্চতন্ত্রের দোষ গুণ অধিকাংশই হিতোপদেশে লক্ষিত হয়। বিশেষ এই, পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা হিতোপদেশের রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ়, এবং প্রস্তুত বিষয়ের বৈশদ্য অথবা দৃঢ়ীকরণ বাসনায়, নানা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ স্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক অধিক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক সহৃদয়-তার অসদ্ভাব প্রযুক্ত, অনেক স্থলেই উদ্ধৃত শ্লোক সকল অসংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে; সেই সেই স্থলে প্রকৃত বিষয়ের সহিত ঐ সকল শ্লোকের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, উপাখ্যানচ্ছলে বালক-দিগকে নীতি উপদেশ দিতেছি (২২)। কিন্তু, মধ্যে মধ্যে আদিরসঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি বুঝিয়া, গ্রন্থকর্ত্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিলেন, বলিতে পারা যায় না।

কোন ব্যক্তি পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ রচনা করিয়া-ছেন, তাহার স্থিরতা নাই। অনেকে বিষ্ণুশর্ম্মাকে এই উভয় গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ নাই। পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে বিষ্ণুশর্ম্মা বক্তা, রাজপুত্রগণ শ্রোতা; বোধ হয়, তদ্দর্শনেই বিষ্ণুশর্ম্মা

(২২) যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে ॥

গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকিবেক। এই দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রন্থান্তরের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লল্লূলাল হিতোপদেশকে নারায়ণপণ্ডিতপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২৩)। কিন্তু, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

---

## কথাসরিৎসাগর।

কথাসরিৎসাগর সোমদেবভট্টপ্রণীত। উহা অতি বৃহৎ পুস্তক। সোমদেব স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন, কশ্মীরের অধিপতি অনন্তদেবের মহিষী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদসম্পাদনের নিমিত্ত, আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। কহ্লণ-রাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে অনন্তদেব ও সূর্য্যবতীর বৃত্তান্ত আছে। রাজতরঙ্গিণীর গণনা অনুসারে, অনন্তদেব কিঞ্চিৎ অধিক আট শত বৎসর পূর্ব্বে, কশ্মীরমণ্ডলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তদনুসারে, সোমদেবের কথাসরিৎ-সাগর আট শত বৎসরের পুস্তক। এই অনন্তদেব রত্নাবলী-কর্ত্তা শ্রীহর্ষদেবের পিতামহ। কথাসরিৎসাগরে যে সমস্ত

---

(২৩) काहू समै श्रीनारायण पण्डित ने नीतिशास्त्रनि तैं कथानिकौ संग्रह करि संस्कृतमैं एक ग्रन्थ बनाय वाकौ नाम हितोपदेश धर्‍यौ। রাজনীতি।

উপাখ্যান আছে, তাহা তাদৃশ মনোহর নহে। ঐ সমুদয় কেবল অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। অলৌকিক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত ঘটিত উপাখ্যান সকল এক সময়ে সাতিশয় মনোহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর তাহাদের তাদৃশ চমৎকারজনকত্ব নাই। সোমদেবের লিখন অনুসারে বোধ হইতেছে, বৃহৎকথা নামে এক বহুবিস্তৃত উপাখ্যান গ্রন্থ ছিল, তিনি তাহার সারসংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পদ্যে রচিত।

---

বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রন্থ আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। সংস্কৃত কবিরা আদিরস, করুণরস ও শান্তরস সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাঁহাদের হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রস সংক্রান্ত বর্ণন তাদৃশ মনোহর নহে। ফলতঃ, তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ, উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক নায়িকার প্রথমদর্শন, পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী; যুদ্ধ, ভয়, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।

---

# উপসংহার।

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের বিষয় সঙ্ক্ষেপে উল্লিখিত হইল। অনেকে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন একান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত, সংস্কৃত ভাষার ফলোপধায়কতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব সমাপন করিব।

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নানা ফল। ইয়ুরোপে শব্দবিদ্যার যে ইয়ত্তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন তাহার মূল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্য অন্য ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপপরিজ্ঞান ও মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন; এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদের কে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন প্রদেশে বাস করিয়াছে; ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু, ইয়ুরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, তত দিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই, ডাক্তর মোক্ষ মূলর সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে, সে সমুদয় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বিধিনির্ব্বন্ধ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে, তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে, তৎসম্পাদন কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্ব্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং, ইয়ুরোপীয় কোনও ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ঐ সকল প্রচলিত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু, সংস্কৃত না জানিলে, কেবল ইঙ্গরেজী শিখিয়া, আমরা যে ঐ মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বকালীন লোকদিগের আচার, ব্যবহার,

রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় সকল মনুষ্যমাত্রের অবশ্যজ্ঞেয়, ইহা বোধ হয়, সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অন্য অন্য দেশ সংক্রান্ত এই সমস্ত বিষয় তত্তদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঙ্গিণী ব্যতিরিক্ত, প্রকৃত পুরাবৃত্ত গ্রন্থ এক খানিও নাই। রাজতরঙ্গিণীতেও এই বহু-বিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ কশ্মীরের পুরাবৃত্ত মাত্র সঙ্কলিত আছে। সেই সঙ্কলিত পুরাবৃত্তও সর্ব্বসাধারণ লোক সংক্রান্ত নহে। কে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কে কত দিন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, কে কোন সময়ে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে রাজ্যাস্পদ অধিকার করিয়াছিলেন, এইরূপ, কেবল রাজাদিগের বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং, প্রকৃত পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসদ্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে, পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতি পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই।

চতুর্থতঃ, যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে যে আমোদ, যে উপকার, যে উপদেশ লব্ধ হইয়া থাকে, সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার, সেই উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে।

এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনসাপেক্ষ।

এক্ষণে, এতদ্দেশে যাঁহারা লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।

---

সম্পূর্ণ

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHAYA,

AT THE SANSKRIT PRESS.

62, AMHERST STREET, 1879.